MAR. 21 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢা.বিতে বিকল্প ঘুস?

❑ উপাচার্যের প্রতি এক শিক্ষকের খোলা চিঠি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত হারের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার অভিযোগ করা হয়েছে। কাজ বেড়ে যাওয়া, আপ্যায়ন ও পাসের পর চাকরি পাইয়ে দেয়ার নামে এ অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অনুষদের চেয়ারম্যানদের সভা করে ডিন এ অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সইকৃত এক খোলা চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে এ ঘটনা জানানো হয়েছে। তিনি একে বিকল্প ঘুস বলে উল্লেখ করেছেন। গত ১৪ই মার্চ তিনি উপাচার্যকে এ চিঠি দেন।

তিনি চিঠিতে মোট ৯টি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। গত ৩রা জানুয়ারি বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের এমবিএর প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে ৩ হাজার ৫শ টাকা স্ব-স্ব বিভাগে জমাদানের নির্দেশ দেয়া হয়। এমবিএর ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হলেও তাদের এ টাকা জমা দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে অনুষদের প্রত্যেক বিভাগ ছাত্রদের কাছ থেকে গড়ে প্রায় ৬ লাখ টাকা আদায় করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ধারিত ১ বছরের ফি ১ হাজার ৯শ টাকা। এমবিএর ছাত্রদের জন্য শিক্ষকদের কাজ বেড়েছে এ অজুহাতে ২শ ৫০ টাকা করে মোট ২হাজার ৫শ টাকা অবৈধভাবে আদায় করা হচ্ছে। ছাত্রদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে যে ৩ হাজার ৫শ টাকা আদায় করা হচ্ছে তার মধ্যে ১ হাজার টাকা হলো প্লেসমেন্ট চার্জ। প্লেসমেন্ট চার্জ মানে হচ্ছে পাসের পর চাকরি পাইয়ে দেয়ার ফি।

বিবিএর চলতি ব্যাচের ছাত্রদের কাছ থেকেও কোর্সপ্রতি ২শ ৫০ টাকা করে প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা আদায়ের হুমকি দেয়া হচ্ছে। এতে প্রত্যেক বিভাগ গড়ে বিবিএ ছাত্রদের কাছ থেকে ১৮ লাখ টাকা আদায় করবে এবং ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে।

বাণিজ্য অনুষদের এক বিভাগের চেয়ারম্যান ছাত্রদের শাখা বাছাইয়ের জন্য টাইপ করা ফারমের দাম ধরেছেন ৪শ টাকা। এ ফি আপ্যায়ন খরচের জন্য নেয়া হচ্ছে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিউদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছাড়া এ অতিরিক্ত অর্থ আদায়কে তার চিঠিতে বিকল্প ঘুস বলে উল্লেখ করে এখনই বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

বডিগার্ড ঃ গ্রেফতার

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

যুবদল নেতা জানান, জুয়েল দীর্ঘদিন ধরে অহিদের বডিগার্ড ছিল। মৃত্যুর আগের দিনও সে বডিগার্ড হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল।

ধানমন্ডি থানার সেকেন্ড অফিসার জানান, অহিদের ঘনিষ্ঠ লোকজনই এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে।

পুলিশের ধারণা, কয়েকটি কারণে এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্দলীয় কোন্দল। স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচন নিয়ে দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ওয়ার্ড কমিটির মধ্যে পদ নিয়ে বিরোধ। এছাড়াও মহাখালী বাস টারমিনাল আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অহিদ পুনর্দখল করতে পারে। এসব কারণে হয়তো প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করেছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, হত্যাকাণ্ডের মোটিভ নিশ্চিত করার জন্য তদন্ত চলছে। এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরো গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।